কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা গত ১৩/১২/২০০৬ খ্রি.তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। অতঃপর জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ২৩/২/২০০৬ খ্রি. ও ০৬/০৭/২০০৬ খ্রি. তারিখ ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে আরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাকার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৯/৩/২০০৬ইং তারিখের ৩৭৭ (১৬) সংখ্যক ও ১৮/৭/২০০৬ইং তারিখের ১২৩৫ (১৬) সংখ্যক স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৫২ ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতির পর্যলোচনা।
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ২০০৫-০৬ মৌসুমে ভারতীয় জাত জেআরও ৫২৪ (নবীন) এর আঁশের গুণাগুণের উপর এবং বীজ উৎপাদনের উপর গবেষণা সম্পাদনপূর্বক ফলাফল প্রতিবেদন বিজেআরআই থেকে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সভাপতি মহোদয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জনাব চন্দন কুমার সাহা, পিএসও, বিজেআরআই আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিবেন বলে জানান।
আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস(DUS) টেষ্ট কার্যক্রম শুরুর জন্য চলতি মাসেই একটি মিটিং এ বসার ব্যাপারে এসসিএর পরিচালক এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট একমত হন। তিনি এ ব্যাপারে বিএসআরআই কে পত্র প্রদানের জন্য এসসিএ কে পরামর্শ দেন।
সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও ৫২৪ (নবীন) জাতের উপর আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিবেন।
(খ) এসসিএ থেকে একটি পত্রের মাধ্যমে ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে চলতি মাসেই মিটিং এর আহক্ষান করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।
প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৬ এর কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং স্বর্ণলতার ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুণরায় ARC 14766A লাইনের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তবিত জাতটি রোপা আউশ কাটার পর অথবা ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপন করা যায় এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০-৪.৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত জাতটির ফলন বিআর ২২ থেকে প্রায় ১ টন বেশী কিন্তু জীবন কাল সমান। এ জাতের ডিগ পাতা চওড়া, খাড়া ও লম্বা। ধান মাঝারী মোটা অনেকটা বিআর১১ এর মত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫-১০৮ সেঃ মি। ১০-১৫ আগষ্ট বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১২৪-১২৬ দিন হয়। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.২ গ্রাম। চাল মাঝারী মোটা এবং পেটে সাদা দাগ আছে। উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট) ৮টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১২১-১২৭ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৪.২৩ থেকে ৬.৩১ টন এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণও অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া গিয়েছে। সকল অঞ্চল থেকেই জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদনপত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানী চন্দন কুমার সাহা এই সারির ট্রায়াল দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রদান করলে ভাল হতো বলে তার মত তুলে ধরেন।

প্রস্তাবিত জাতটি বিআর ২২ এর চেয়ে প্রায় ১টন/হেক্টর ফলন বেশী দেয় এবং নাবী জাত হিসাবে উপযোগী। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে বলে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো ধানের প্রস্তাবিত আইআর-৬৩৩০৭-৪বি-৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৭ এর কৌলিক সারিটি IR51511-B-B-34-B এবং TCCP266-2-49-B-B-3 সংকরায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে ইরি-ব্রি যৌথ সহযোগিতায় মাঠে ও গবেষণাগারে লবণাক্ত সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করা হয়। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি চারা অবস্থায় ১০-১২ ডিএস/মিঃ লবণাক্ততা মাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অংগজ বৃদ্ধির সম্পন্ন অবস্থায় ৬ ডিএস/মিঃ লবণাক্ততা মাত্রা সহ্য করে ফলন দিতে পারে যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান-২৮ সহ অন্যান্য বোরো ধানের জাত পারে না। প্রস্তাবিত জাতটি লবণাক্ত পরিবেশে ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি ১.৫ টনের বেশী ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ডিগ পাতা চওড়া, খাড়া ও লম্বা। ধানের দানা মোটা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেঃ মিঃ এবং জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.১ গ্রাম। চাল মোটা এবং বড় সাদা দাগ আছে।

উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে বোরো উৎপাদন মৌসুমে যশোর অঞ্চলের সাতক্ষিরা জেলার ৭টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৪৬ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৫.৪ থেকে ৮.৩ টন এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ মুক্ত পাওয়া যায়। উক্ত অঞ্চলের সাতটি লোকেশন থেকে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS test) সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম সিএসও, ব্রি, গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদনপত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডঃ এম এ খালেক মিয়া এবং এ কে এম আনোয়ারুল হক এর প্রশ্নের জবাবে জনাব আবদুস সালাম বলেন যে, লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা ও স্বল্প মেয়াদী গুণাগুণের কারণে প্রস্তাবিত সারিটিকে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জনাব তালেব আলী শেখ জানতে চান যে, কেন ব্রি ধান ২৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ২৮ কে চেকজাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। জনাব আবদুস সালাম, সিএসও জানান যে, ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত সাতক্ষীরা অঞ্চলে উফশী জাতের ধানের ব্রি ধান-২৮ জাতটি বেশী চাষ হয়। দীর্ঘ মেয়াদী ব্রি ধান ২৯ জাতের তেমন উপযোগীতা নাই বিধায় ব্রি ধান-২৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ২৮ জাতকে, চেক জাত হিসাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। আলোচনায় জানা যায় জাতটি প্রচলিত ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে ১-১.৫ টন/হেঃ বেশী ফলন দেয়। অতঃপর সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে বলে সবাই মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো ধানের প্রস্তাবিত আইআর-৬৩৩০৭-৪বি -৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি ব্রি ধান-৪৮ হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪৮ এর কৌলিক সারিটি বিআর-১৫৪৩-৯-২-১ এবং আইআর০১৩২৪৯-৪৯-৩-২-২ এর সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল বিআর ২৬ জাতের সমান। জাতটির Amylose এর পরিমান (২৬.৪%) বিআর ২৬ জাত থেকে (২১.৮%) বেশী হওয়ায় ভাত ঝরঝরে হয়। চাল মাঝারী আকৃতির এবং ফলন বিআর ২৬ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি ০.৫ টনেরও বেশী। এ জাতের কান্ড বিআর ২৬ এর চেয়ে অধিকতর মজবুত এবং ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। শীষের শেষ প্রান্তে ধানে শুং থাকতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃ মিঃ এবং জীবন কাল ১০৮-১১০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.৩ গ্রাম। চাল মাঝারী মোটা এবং সাদা।

উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে রোপা আউশ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোর) ৮টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১৩ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৯৮ থেকে ৬.৪৬ টন পাওয়া গিয়েছে। ব্রি ফার্ম গাজীপুর ও রাজশাহীতে জাতটির কোন রোগবালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে অন্যান্য ৬টি স্থানে জাতটিতে sheath blight অল্প মাত্রায় (Trace) পরিলক্ষিত হয়েছে। ৮টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাজশাহী অঞ্চলে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম, সিএসও, ব্রি গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত ধানের চাল Amylose এর পরিমাণ বেশী থাকায় ভাত ঝরঝরে হয়। চেকজাত বিআর ২৬ এর অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হওয়া সত্ত্বেও ভাত বেশী আঠালো হওয়ায় কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে এ জাতের চালের ব্যাপারে আপত্তি থাকায় অসুবিধা দূরীকরণার্থে এই সারিটিকে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, অতিঃ পরিচালক, ডিএই বলেন যে, উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত সারিটির sheath blight রোগটি চেকজাতের চেয়ে কিছুটা বেশী। এমতাবস্থায় জাতটির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব তালেব আলী শেখ বলেন যে, অননুমোদিত স্বর্ণ জাতটি আমাদের দেশের সীমান্ত এলাকায় Sheath blight রোগের আক্রমণের মাত্রা আশঙ্কাজনক নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল জাতই Sheath blight প্রতিরোধী নয়। তাই অন্যান্য গুণাগুণ বিবেচনায় নয় বরং ভাত ঝরঝরে হয় এ বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণের জন্য সভাপতি মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাতটির রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা সাপেক্ষে জাত ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(খ) জাতের বিবরণীতে সীথ ব্লাইট রোগের আক্রমণ প্রবণতার উল্লেখ থাকতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিবিধ-১।

সভাপতি মহোদয় হরিধান সম্পর্কে এবং জাতটি বিধি মোতাবেক ছাড়করণের ব্যবস্থা সম্পর্কে উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান। জনাব আনোয়ারুল হক, সহ-সভাপতি সীডমেন সোসাইটি অব বাংলাদেশ বলেন যে, জাতটি হরি ও ব্রি এর যৌথ নামে ছাড়করণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। জনাব আব্দুস সালাম, সিএসও ব্রি বলেন, ব্রি ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জাতটি ছাড়করণের ব্যবস্থা নিতে পারে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় জাতটি নিয়ে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করার জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব ডঃ এম এ খালেককে পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হরি ধান নিয়ে গবেষণা ও জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।